দৈনিক ইত্তেফাক

0 8 MAY 1992
তারিখ 08 MAY 1992 কলাম পৃষ্ঠা
08 MAY 1992

শুক্রবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৯

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের প্রশ্নে

কিছুদিন পূর্বে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আর অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ না করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই প্রেক্ষাপটেই বর্তমানে আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ না করার জন্য সরকার চিন্তা–ভাবনা করিতেছেন। শিক্ষামন্ত্রীও খবরের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, যে সকল উপজেলায় সরকারী স্কুল-কলেজ নাই, শুধু সেসব ক্ষেত্রেই বজায় রাখা হইবে জাতীয়করণের কর্মসূচী। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে সরকারী স্কুলের সংখ্যা ৩ শত, অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ৯ হাজার ৭ শত ৬৪টি এবং অনুদান দেওয়া হয় না এমন স্কুলের সংখ্যা সোয়া পাঁচশত। অপরদিকে সরকারী কলেজের সংখ্যা ২১৪টি, অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৫৯৮টি এবং অনুদান পায় না এমন কলেজের সংখ্যা ৬৮টি। স্মরণযোগ্য যে, বিগত সরকারের আমলে ১১৮টি কলেজ এবং ১১৩টি স্কুল জাতীয়করণ করা হয়।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কথা বাদ দিলেও স্কুল–কলেজ জাতীয়করণ সম্পর্কে এখন কথাবার্তা হইতেছে অনেক, প্রশ্ন উঠিয়াছে দেদার। কথা উঠিয়াছে নির্দিষ্ট কোন নীতিমালার ভিত্তিতে স্কুল–কলেজ জাতীয়করণ করা হয় নাই। অভিযোগ করা হইতেছে যে, কোন কোন অঞ্চলে অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হইয়াছে, আবার কোন কোন অঞ্চলে কম হইয়াছে। আরও বলা হইতেছে যে, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের অবনতি হইয়াছে জাতীয়করণ করার পরও। বিভিন্ন কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রের সামগ্রিক পরিবেশের অধোগতি স্মরণে রাখিয়াও অনেকেই বলাবলি করিতেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণের পরিবর্তে, আসলে জাতীয়করণ সম্পন্ন হইয়াছে শিক্ষকমণ্ডলীর। তাঁহাদের বেতন–ভাতা উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু সরকারী কর্তৃত্বে যাওয়ার পর শিক্ষার মান পড়িয়া গিয়াছে অনেক ক্ষেত্রেই। কল–কারখানা জাতীয়করণের পর শিল্প ক্ষেত্রে যাহা হইয়াছিল, শিক্ষা ক্ষেত্রেও অনেকটা যেন তাহারই আছর পড়িয়াছে বলিয়া অনেকেরই অভিমত। হালদশা অনেকটা গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারী স্কুলগুলির মতই। শিক্ষকরা বেতন পান সরকারী তহবিল হইতে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তদারকির কোন ব্যবস্থা নাই। স্কুল ইন্সপেক্টর বৎসরে দুই-একবার আসেন কিনা সন্দেহ। স্থানীয় ভিত্তিতে তদারকির ব্যবস্থাও প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। ফলে প্রাইমারী শিক্ষকদের আসা–যাওয়ারও বিশেষ ঠিক নাই। জাতীয়করণের ফলে অনেক স্কুল–কলেজেরও হইয়াছে একই দশা। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত হওয়ার পর তদারকির অভাবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার যথাযথ মান বজায় রাখা সম্ভব হইতেছে না। ইহার উপর আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানান কিছিমের অসন্তোষ ও ধর্মঘটের আনাগোনা।

তাই পর্যবেক্ষক মহলের মতে জাতীয়করণের চাইতেও এখন বরঞ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রতিই সরকারের অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সঙ্গত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব-অভিযোগ পূরণে সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। অর্থের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করিতে হইবে। জাতীয়করণের পরিবর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বরঞ্চ স্থানীয় হাট-বাজারের আয়ের এবং অন্যান্য উৎসের আয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া স্থানীয় তদারকির উপর ছাড়িয়া দেওয়াই উত্তম বলিয়া অনেকের অভিমত। জাতীয়করণের পরও শিক্ষার মান উন্নত না হইলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, জাতীয়করণে সরকারী তহবিলের উপরও চাপ পড়ে। এদিকে উন্নয়ন খাতে শিক্ষকদের বেতন বাকী পড়িয়া থাকে, বলিয়া প্রায়শঃ অভিযোগ পাওয়া যায়। তাই জাতীয়করণের চাইতে শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নের উপরই জোর দেওয়া কাম্য বলিয়া অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস।